



এসো মা লক্ষ্মী, বসো ঘরে...
আমার এ ঘরে এসো আল করে

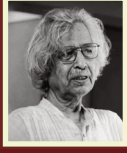
বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

লক্ষ্মীপূজা
স্পেশ্যাল

৭ কার্তিক ১৪৩৩। রবিবার ২৫ অক্টোবর ২০২৬। ১ ম বর্ষ ৬১৬ সংখ্যা। ৮ পাতা

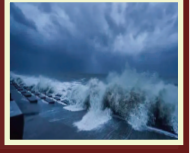
প্রয়াত চিত্রশিল্পী যোগেন
চৌধুরী, ৮৭ বছর বয়সে
হার মানলেন ব্লাড
ক্যান্সারের কাছে



মমতার সঙ্গে কারা!
পুরভোটের প্রস্তুতিতে
জেলাভিত্তিক তালিকা
তৈরির বার্তা কালীঘাটের



ধেয়ে আসছে অতি
তীব্র ঘূর্ণিঝড়!
১৪৫ কিমি বেগে
বইবে ঝড়



কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় মাটির বাড়িতেই ব্যস্ত কলিতা মাজি



রাজনীতির ব্যস্ততা কিংবা মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব কোনও কিছুই তাঁকে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। রাজ্যের আবাসন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বিজেপি বিধায়ক কলিতা মাজিকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে দেখা গেল একেবারে অন্য ভূমিকায়। মন্ত্রীর পরিচয় সরিয়া রেখে সাধারণ গৃহবধুর মতো নিজের মাটির বাড়িতে সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকলেন তিনি। ঘরদোর পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে পূজার যাবতীয় প্রস্তুতি-সবোতাই নিজের হাতে কাজ করলেন কলিতা মাজি। একসময় অভাবের সংসারে হাল ধরতে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। জীবনের নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে নিজের জেদ ও পরিশ্রমের জোরে আজ তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হওয়ার পর মন্ত্রিত্বের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন তিনি। কিন্তু রাজনৈতিক উত্থান কিংবা প্রশাসনিক ব্যস্ততা কোনও কিছুই বদলে দিতে পারেনি তাঁর জীবনযাপনের পরিচিত ছন্দ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে উৎসবের মরশুমে গুসকরায় নিজের মাটির বাড়িতে ফিরেছেন কলিতা মাজি। পূজার দিন

সকাল থেকেই বাড়ির নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় তাঁকে। সরকারি গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি। এরপরই ব্যস্ত হয়ে পড়েন ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে। ওড়নায় মুখ ঢাকা অবস্থায় হাতে ঝাঁটা নিয়ে বাড়ির উঠোন, ঘর এবং বাড়ির সামনের রাস্তা পরিষ্কার করেন মন্ত্রী। শুধু সাফাইয়ের কাজেই থেমে থাকেননি তিনি। লক্ষ্মীপূজার প্রস্তুতির প্রতিটি পর্বেরই ছিল তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি। পূজার জোগাড় করা, আলপনা দেওয়া, দরজার কোণে সিঁদুর লাগানো থেকে শুরু করে পায়ে আলতা পরা সবই নিজের হাতে করেছেন তিনি। মন্ত্রিত্বের ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের বাড়ির পূজোয় কোনও খামতি রাখতে চাননি কলিতা মাজি। রাজনীতির মধ্যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও, উৎসবের দিনে মাটির বাড়িতে তাঁর এই পরিচিত ঘরোয়া রূপ যেন অন্য এক ছবি তুলে ধরল। জীবনের কঠিন লড়াই পেরিয়ে মন্ত্রিসভায় পৌঁছেও নিজের শিকড়, পুরনো অভ্যাস এবং পারিবারিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রেখেছেন তিনি। আর সেই ছবিই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে হয়ে উঠল বিশেষ আকর্ষণ।

এক বেদিতে লক্ষ্মী-সরস্বতী!

জমিদারি নেই। নেই অতীতের সেই জৌলুস। তবু বদলায়নি প্রথা। কোজাগরী পূর্ণিমায় একই বেদিতে পাশাপাশি পূজিত হন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। শান্তিনিকেতনের তালতোড়ের ঘোষ জমিদারবাড়িতে আড়াই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এভাবেই বেঁচে রয়েছে ঐতিহ্য। এখানে লক্ষ্মী একা নন, একই বেদিতে, একই আসনে তাঁর পাশে বিরাজ করেন বিদ্যার দেবী সরস্বতীও। দুই বোনের যুগল



আরাধনায় মেতে ওঠে তালতোড়ের ঘোষ জমিদারবাড়ি।

‘সব দিদি লাখপতি হোক’

মহানায়কের বাড়ির লক্ষ্মী পূজায় বাংলার লক্ষ্মীদের জন্য প্রার্থনা শুভেন্দুর

উত্তমকুমারের ইচ্ছেয় ভবানীপুরে গিরিশ মুখার্জি রোডের চট্টোপাধ্যায় পরিবারে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শুরু হয়। গোটা বাড়ি জুড়ে তখন এলাহি ব্যাপার! সেই ধারা একইভাবে বজায় রেখেছে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের নতুন প্রজন্ম। প্রতিবারের মতো এবারেও আয়োজনের কলেবর একইরকম। উত্তম কুমারের বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার সন্ধ্যায় পৌঁছালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহানায়কের বাড়িতে প্রবেশের আগেই সাংবাদিকের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মী পূজা আর নাডু একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। মা লক্ষ্মীর আরাধনার দিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ও নাডুর গল্প। গুড়ের নাডু নাকি সাদা নাডু, কোনটা পছন্দ শুভেন্দু অধিকারীর? হাসি মুখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তদুটো নাডুই আমার ভীষণ পছন্দ। সেই সঙ্গে তিলের নাডুও খুব ভালোবাসি। মা লক্ষ্মী পূজার ভোগ মানেই খি চুড়ি। প্রতিটি বাঙালির ঘরে মা লক্ষ্মীকে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হয়। কর্মব্যস্তজীবনে সেই খিচুড়ি ভোগ খাওয়ার সুযোগ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী



অনেক শিল্প আসুক। ব্যবসায় উন্নতি হোক, যুবসমাজের জন্য কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হোক, কৃষকভাইদের আরও ভালো ফসল ফলুক। মহানায়কের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার আমন্ত্রণে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও একটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন, আমরা যে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেটাই হবে। এই সোনার বাংলার গ্যারেন্টার প্রধানমন্ত্রী। আমরা দলগতভাবে তাঁর নির্দেশিকা মেনে কাজ করছি। লক্ষ্মীপূজার দিন বাংলার লক্ষ্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সংখ্যা বাড়তে হবে, আইন কার্যকর করতে হবে, প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এছাড়াও নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে হবে। আমার ধারণা, নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই বিকৃত মানসিকতার জন্ম হয়। আরও একটা কথা বলতে চাই, অনুর্ধ্ব ১৮ বছরে বিয়ে দেবেন না। সবশেষে একটাই কথা বলে গেলেন, সব দিদি লাখপতি দিদি হোক।

শুভেন্দু অধিকারীর? অকপট স্বীকারোক্তি, খি চুড়িটা এখনও খাইনি। ওটা নিজের বাড়ির জন্য তুলে রেখেছি। আমার বাড়িতেও পূজা হয়। বাড়ি গিয়ে খিচুড়ি ভোগ খাব। ধনদেবীর আরাধনার দিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কী প্রার্থনা করলেন? একটাই প্রার্থনা, বাংলা সমৃদ্ধশালী হোক। বাংলায় আরও

হবে, প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এছাড়াও নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে হবে। আমার ধারণা, নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই বিকৃত মানসিকতার জন্ম হয়। আরও একটা কথা বলতে চাই, অনুর্ধ্ব ১৮ বছরে বিয়ে দেবেন না। সবশেষে একটাই কথা বলে গেলেন, সব দিদি লাখপতি দিদি হোক।

লক্ষ্মীপূজোর সন্ধ্যায় সুদীপ নয়নার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

জন্মনা ছিলই। লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যায় এনসিপিআই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালতলার বাড়িতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। লক্ষ্মীপূজায় বাড়িতে আসার জন্য আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সুদীপ। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এদিন সন্ধ্যায় সুদীপ ও নয়নার বাড়িতে যান শুভেন্দু। সুদীপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটি সম্পূর্ণ সৌজন্য সাক্ষাৎ। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সুদীপকে পাশে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেন তিনি। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ দিয়েছেন এনসিপিআইতে। বর্তমানে তিনি এনডিএ শরিক। রাজ্যে আসন্ন পুরভোটে এনসিপিআই ও বিজেপির মধ্যে জোট নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। আর এই জল্পনার মাঝেই লক্ষ্মীপূজার দিন সুদীপ-নয়নার বাড়িতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাতে পদ্মফুলের ডালি, মিষ্টি নিয়ে বসীযান এই সাংসদের বাড়ির লক্ষ্মীপূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন শুভেন্দু। তিনি শুধু পূজোয় অংশই নেননি, প্রসাদও গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান,



তাকে ৪টে নাডু দেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে থেকে তিনি দুটো নাডু খেয়েছেন। সুদীপ-নয়নার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিনিয়র এক সাংসদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন এনডিএ শরিক। প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে ডেকে ব্রেকফাস্ট

করেছেন। তাঁর ডাকে কেন লক্ষ্মীপূজায় আসব না? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শুভেন্দু জানান, প্রতিবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়ির পূজোয় মমতাকে নিমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু কোনওবারই আসেননি তিনি।

